যায়যায়দিন

তারিখ 4 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ফুলছড়িতে আনন্দ স্কুলের নামে ৭৫ লাখ টাকা হরিলুট

সাদুল্যাপুর/ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় আনন্দ স্কুলগুলো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্টরা নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, উপকরণ ও বেতনভাতা উত্তোলন করছেন। এতে গত অর্থবছরে প্রায় ৭৫ লাখ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে।

ঝরে পড়া হতদরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করতে ২০১০ সালে ফুলছড়ির সাত ইউনিয়নে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় ২৮১টি আনন্দ স্কুল চালু করা হয়। বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে ১৬৯টি আনন্দ স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে স্কুলগুলোতে সচল দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও শিক্ষকের বেতনভাতা তোলা হচ্ছে।

> **১৫৯টি স্কুল পরিদর্শন না করেই বেতন বিলে স্বাক্ষর**

গজারিয়া ইউনিয়নের বাউশি বালেকপাড়া মধুরবাড়ির আনন্দ স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে স্কুলের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু স্কুলের সাইন বোর্ডটি বন্দুরা গ্রামের শিক্ষিকা হাসনা হেনার বাড়ির একটি গাছে ঝোলানো আছে। একই চিত্র ফুলছড়ির বিভিন্ন এলাকার ১৬৯টি আনন্দ স্কুলের। ২০১২ শিক্ষাবর্ষের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪ মাসে স্কুলপ্রতি শিক্ষকের বেতন ১২ হাজার টাকা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি ৮ হাজার টাকাসহ মোট ২০ হাজার টাকা এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৪ মাসে প্রতি শিক্ষকের বেতন ১২ হাজার টাকা, শিক্ষা উপকরণ ৩ হাজার ৬০০ টাকা, ঘরভাড়া বাবদ ১ হাজার ৬০০ টাকা, ঘর সংস্কার বাবদ ১ হাজার টাকা, পোশাক বাবদ ৮ হাজার টাকা ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। সে হিসেবে ১৫৯টি স্কুলের শিক্ষকরা ৩০ জুন সোনালী ব্যাংক ফুলছড়ি শাখা থেকে ৮ মাসের ৭৫ লাখ ৪ হাজার ৮০০ টাকা বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ উত্তোলন করেছেন।

এদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ১৫৯টি আনন্দ স্কুল পরিদর্শন না করে অর্থের বিনিময়ে অফিসে বসেই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন বলে জানা গেছে। ৩০ জুন বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত তিনি ঘরে বসেই প্রতিবেদন তৈরি করেন। তবে টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় ১০টি স্কুলের প্রতিবেদন দেয়া হয়নি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল ইসলাম জানান, আনন্দ স্কুলের লুটপাটের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে দেশে আইন বলে কিছু নাই। বর্তমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন অনিয়ম করে আসছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, আনন্দ স্কুলের কোনো মিটিংয়ে আমাদের ডাকা হয় না। তবে আমাদের সিল ও স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলন করছে বলে জানতে পেরেছি।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ১৭ জুন আনন্দ স্কুলের টাকা ব্যাংকে আসে। এ অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলগুলো পরিদর্শন করা সম্ভব নয় বলে কমিটির ৯ সদস্যের স্বাক্ষর ও সিল দেখে বেতনবিলে অনুমোদন দিয়েছি। তবে তিনি বিশেষ যোগসাজশ বা অর্থ লেনদেনের অভিযোগ অস্বীকার করেন।